বিশেষ ক্রোড়পত্র

জাতীয় জনসংখ্যা দিবস

২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩

বিশের পরে আসবে শিশু নববধূর ঘরে
দ্বিতীয়টি কমপক্ষে দু'বৎসর পরে

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
আই ই এম ইউনিট

The Daily Star *Special Supplement*

Tuesday, February 2, 1993

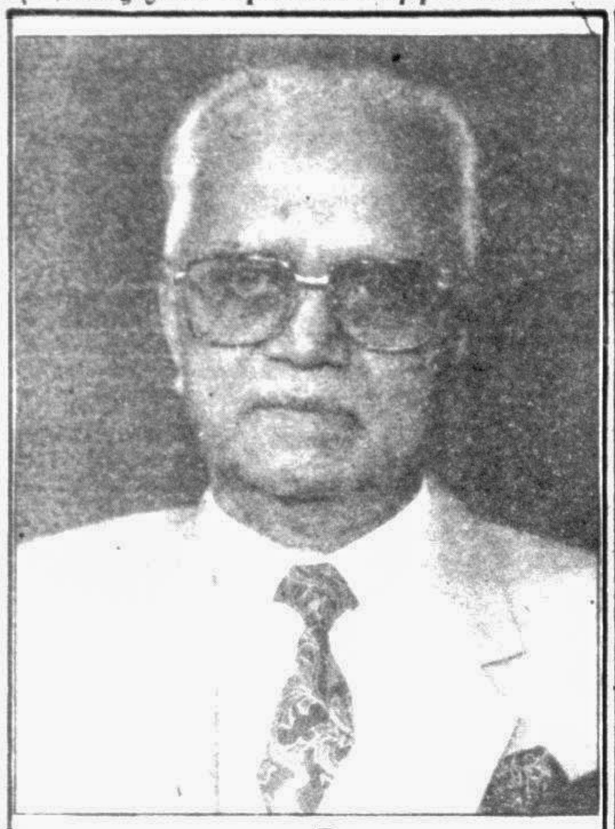

বাণী

জনসংখ্যা সমস্যা আমাদের উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ত্রিশ বছরে দেশের জনসংখ্যা হবে দ্বিগুণ। উন্নয়নশীল আমাদের এই দেশের জন্য ক্রমবর্ধমান জন্মহার গভীর উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের কারণ। তাই জনসংখ্যা সমস্যার সমাধানে আমাদেরকে ব্যাপকভিত্তিক কর্মসূচী অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

আমাদের সমাজ দারিদ্রসহ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। সুষ্ঠু জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্য অর্জনে পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। দেশে জনসংখ্যাকে একটি ধারণযোগ্য অবস্থায় সীমিত রাখার জন্যে সরকার দেশব্যাপী মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছে। সীমিত জনসংখ্যা মূলতঃ সমৃদ্ধির নিয়ামক। তাই পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ধারাকে করতে হবে আরো বেগবান ও গতিশীল।

সরকার ১৯৯৫ সাল নাগাদ দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা এক দশমিক আট ভাগে কমিয়ে আনতে সচেষ্ট। এই লক্ষ্য অর্জনে সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাগুলোর কর্মপ্রয়াস আরো সুবিন্যস্ত করতে হবে। স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাতে সকলের সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

আমি জাতীয় জনসংখ্যা দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আবদুর রহমান বিশ্বাস
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

Age-structure of Bangladesh Population and its Effect on Population Growth

A. K. M. Rafiquz-Zaman
Director General
Directorate of Family Planning

Barring a few small island-states, Bangladesh is the most densly populated country in the world. Today Bangladesh stands as the world's ninth most populous country. In 1947, the population of Bangladesh was 4.2 million. Today, in 1993, it has gone beyond the 110 million mark.

Efforts to control population growth at the government level have been going on in Bangladesh for the last 27 years. Even before that, in 1953, a voluntary organisation launched family planning programme, for the first time in this country, on a limited scale. Since then, through various phases of changes and evolution, family planning and MCH programme eventually found a firm base here. The National programme is now being implemented through the concerted efforts of the government and non-government organisations.

A recent World Bank report says that Bangladesh is the only country among the developing nations which despite unfavourable socio-economic conditions, has made excellent advanes in the field of family planning. The report also mentions that the implementation of a social development programme like family planning is a difficult task in a country like Bangladesh with a vast majority of illiterate population. In spite of good progress in many areas of family planning, the population growth rate still remains quite high-2.17 per year. The factor that contributes most in this case is the young age—structure of the population of the country. The age-structure is a major determinant in the demographic dynamics of a given population. In Bangladesh, a large portion of the population today is in the reproductive age-group. Also, early marriage of women is rampant in the Bangladesh societies. Most of these adolescent girls begin their conjugal life quite early and start child bearing.

Women constitute 49 percent of the total population. The number of women in the reproductive age group of 15-49 is over 20 million now. About 1.15 million couples get married every year in Bangladesh. The babies born out of this large number of marriages are, needless to say, swelling the population each year. The causes of high maternal morality and morbidity of mothers and infants in this country occur due to early marriage of women and frequent childbirths.

Despite making the availability of contraceptives easier and strengthening the service-delivery system, fertility decline among young mothers have shown little change compared to that among the older ones.

The other reality is that, universal awareness about the whole range of contraceptives has not yet been achieved. If we analyes various data, we find that married women have a high awareness about two contraceptive methods only the pill and thubectomy. The rates of awareness in this case are 96 and 81 percent respectively. Barring those two methods, awareness about the rest of the methods is below 60 percent. This is rather discouraging, because it is only through an increased rate of awareness and knowledge about the wider range of contraceptives that we can expect to increase the rate of ecceptors.

Moreover, it has also been found that the average number of younger mothers using contraceptive methods are less than that of the older ones. As a result of this the impact on fertility is less visible.

Due to the extensive family planning programme in the country the contraceptive prevalance rate (CPR) is now slightly over 40 percent. the CPR target set in the current Fourth Five Year plan (1990-1995) is 50 percent. The experience in other developing countries, however, show that the tasks of achiveing 50 percent CPR and beyond are extremely difficult ones. In some cases this rate has been observed to have rather dropped down.

Another important point to notice is that, if the majority of contraceptive users in a country belongs to the older age group, then the total fertility rate in that country cannot be expected to decline substantially even if a high CPR is achieved.

The focus today, therefore, has been turned to the newlywed couples of the country. These young couples have been identified as the major target-population and exphasis has been laid on bringing them under the National Family Planning Programme. If we can succeed in motivating these young couples not to have a baby until the wife is 20, space the birh of their next baby by at least 2 years, and if we can convince them of the benefits of two child families then that will certainly have a definite effect on the population growth process in this country.

It is gratifying to note that newer strategies have been adopted by the Government-keeping in view the demographic realities of the country. Easily comprehensible method specific messages are being developed for the eligible couples to enhance their interest and knowledge. Careful segmentation of different target population are being done and messages developed accordingly. At the same time, steps have been taken to develop the interpersonal communication skills of the family planning fieldworkers through specially designed training courses. In Fact a new national strategy for information, motivation and communication activities is being drawn up to address the needs in this field.

Needless to say, the Government cannot implement with success a vast and complex social dvelopment programme like family planning all by itself. The participation of the conscious section of the popluation is, therefore, indispensable. Practices like child-marriage and polygamy are still rampant in our society. These cannot be removed by conventional laws and regulations. There exists a need to mount a campaign on mass awareness to propagate the ideas of late marriage, late childbearing, birth-spacing, two-child families, and so on. In this direction, efforts are being made to strengthen the concerted actions of the Ministry of Health & Family Welfare, the Directorate of Family Planning and other related Ministries and organisations and the NGOs to promote and increase community participation in the family planning programme.

বাণী

২রা ফেব্রুয়ারী জাতীয় জনসংখ্যা দিবস। জনসাধারণের মধ্যে জনসংখ্যা সমস্যার ভয়াবহতা তুলে ধরা এবং পরিকল্পিত পরিবারের প্রতি দম্পতিদের আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্য নিয়েই প্রতি বছর দেশব্যাপী গুরুত্বের সংগে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। আর এই নারী জনসংখ্যার একটি বড় অংশ প্রজননক্ষম। দেশে প্রতি বছর প্রায় সাড়ে ১১ লাখ নতুন দম্পতি দাম্পত্য জীবন শুরু করছে এবং প্রতি বছর তা বেড়ে চলেছে। প্রজননক্ষম এই নব দম্পতিদের পরিকল্পিত পরিবারের আওতায় আনা এখন সবচেয়ে জরুরী। তাই এবারের জাতীয় জনসংখ্যা দিবসের মূলবাণী "বিশের পরে আসবে শিশু নববধূর ঘরে, দ্বিতীয়টি কমপক্ষে দু'বৎসর পরে" নির্বাচন যথার্থ হয়েছে।

জাতীয় জনসংখ্যা দিবসের এ মূলবাণীর সংগে একাত্মতা ঘোষণা করে নব দম্পতিদের এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে পরিবার ও সমাজের সকল সচেতন ব্যক্তি এগিয়ে আসবেন এই আমার প্রত্যাশা। দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের জনসংখ্যা কার্যক্রমে সক্রিয় অংশ গ্রহণই হোক এ দিবসের অঙ্গীকার।

আমি জাতীয় জনসংখ্যা দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খালেদা জিয়া
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২রা ফেব্রুয়ারী জাতীয় জনসংখ্যা দিবস। অন্যান্য বছরের মতো এবারও দিবসটি যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। জনসংখ্যা সমস্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে সাধারণ সচেতনতা বৃদ্ধি পেলেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠির অনেকেই বিষয়টি ব্যক্তি ও পারিবারিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের প্রয়োজন বোধ করেন না। জাতীয় জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে আপামর জনসাধারণের মধ্যে জনসংখ্যা সমস্যার স্বরূপ উন্মোচন এবং পরিকল্পিত পরিবারের প্রতি দম্পতিদের আরো নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করার প্রয়াসই হচ্ছে দিবসটির মুখ্য উদ্দেশ্য।

জনসংখ্যা দিবসের এবারের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে নববিবাহিত দম্পতিদের বিশ বছর বয়স পূর্তির আগে কোন সন্তান না নেওয়া এবং প্রথম সন্তান জন্মের পর পরবর্তী সন্তান কমপক্ষে দু'বছর বাদে গ্রহণে উৎসাহ প্রদান। এর মাধ্যমে দেশের বিপুল সংখ্যক প্রজননক্ষম দম্পতিকে যদি নিয়মানুগ প্রজনন স্বাস্থ্যের আওতায় আনা সম্ভব হয় তবে তা দেশের জন্মহার হ্রাসে সুদূর প্রসারী অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি মনে করি। এ ধারণাটির ব্যাপক প্রসারে সরকারী বেসরকারী সম্মিলিত প্রয়াস জোরদার করা প্রয়োজন।

আমি জাতীয় জনসংখ্যা দিবসের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২রা ফেব্রুয়ারী জাতীয় জনসংখ্যা দিবস। অন্যান্য বছরের মতো এবারও দিবসটি যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। জনসংখ্যা সমস্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে সাধারণ সচেতনতা বৃদ্ধি পেলেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠির অনেকেই বিষয়টি ব্যক্তি ও পারিবারিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের প্রয়োজন বোধ করেন না। জাতীয় জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে আপামর জনসাধারণের মধ্যে জনসংখ্যা সমস্যার স্বরূপ উন্মোচন এবং পরিকল্পিত প্রতি বছরের মত এবারও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উদ্‌যাপিত হচ্ছে জাতীয় জনসংখ্যা দিবস।

দেশের অব্যাহত উন্নয়ন ধারাকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে সরকার জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। সকল উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধকে চিহ্নিত করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী জোরদার ও গতিশীল করার জন্য সরকার বিভিন্ন কর্মকৌশল গ্রহণ করেছে। মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদানের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মাঠকর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক কর্মসূচীর বাস্তবায়ন চলছে। কার্যক্রমের পরীবীক্ষণ, মূল্যায়ণ এবং কর্মীদের কাজের জবাব-দিহিতামূলক ব্যবস্থাকে জোরদার করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সাধারণভাবে অবহিতির প্রসার ঘটায় বর্তমানে দম্পতির শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী পদ্ধতিভিত্তিক তথ্য ও সেবা প্রদানে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এ সব কর্ম-কৌশলের সম্মিলিত প্রয়োগ জনসংখ্যাকে কাঙ্খিত পর্যায়ের মধ্যে সীমিত রাখতে নিয়মিত-ভাবে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ বছর দিবসটির মূল বাণীতে নবদম্পতিদের বিলম্বে সন্তান ধারণ, দ্বিতীয় সন্তান গ্রহণের কমপক্ষে দু'বছরের বিরতি পালন এবং দু'সন্তানের ছোট পরিবার গঠনে উৎসাহিত করা হয়েছে। দেশের বর্তমান জনমিতিক প্রেক্ষাপটে নবদম্পতিদের প্রতি এই আহ্বান অত্যন্ত সময়োপযোগী। নবদম্পতিদের সচেতন ও সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনে অবদান রাখবে বলে আমি আশাবাদী।

সফল হোক জাতীয় জনসংখ্যা দিবস।

সৈয়দ আহমেদ
সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

MASSAGE

On the occasion of the Observance of the Bangladesh National Population Day, I wish to extend, on behalf of UNFPA, our warmest congratulations to the People and the Government of Bangladesh for this most commendable initiative to celebrate a National Population Day and for the progress achieved in the field of Family Planning.

Bangladesh is one of the few countries which have committed themselves to highlight the importance of population in development in a very special way. The institutionalization of the annual Observance of the National Population Day amply demonstrates the commitment of the Government and the People of Bangladesh to contain and balance population growth with a view to improving the quality of life of the people.

We at UNFPA wish the People and Government of Bangladesh continued success in these endeavours and hope that your commitment will be emulated by other countries. All of us at UNFPA are proud of our long-standing association with the Bangladesh Population Programme and wish to reassure the People and Government of Bangladesh of our continued support.

Dr. Nafis Sadik
UNFPA
Executive Director
on the occasion of
the Observance of the
Bangladesh National
Population Day.

বাণী

দেশের জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে সার্বজনীন সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এ বছরও জাতীয় জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

এবারের জনসংখ্যা দিবসে নব বিবাহিত দম্পতিদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দেশের সক্ষম দম্পতিগণ এবং বিশেষ করে নবদম্পতিগণ যদি পরিকল্পিত পরিবার গঠনে সচেতন হন তবে জন্মহার হ্রাসের যে উদ্যোগ সরকার নিয়েছেন তা দ্রুত সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে। অবশ্য একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, সমাজে নারীর নিম্ন মর্যাদা, নিম্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থা, অশিক্ষা প্রভৃতি পরিবার পরিকল্পনার মতো একটি সামাজিক কর্মসূচীর সাফল্যের প্রধান অন্তরায় হয়ে আছে।

বর্তমান সরকার বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাসহ নারী শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। এর ফলে নারী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে। একইভাবে শিক্ষা সম্প-সারণের ফলে জনগণের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন এবং মহিলাদের সামাজিক অবস্থান বাড়বে। এ সবই পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর বাস্তবায়নে সহায়ক কর্মসূচী হিসেবে বিবেচিত।

আমি জাতীয় জনসংখ্যা দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ সিরাজুল হক
উপমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আগামী দিনের সুস্থ্য মা ও সবল শিশুর জন্য
আজই পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করুন

ছোট পরিবার
সুখী পরিবার